১৯৮৬ সালে দুর্ঘটনা। বিষিয়ে যায় রাইন। পরিণত হয় বন্ধ্যা জলস্রোতে। সেই নদী জীবন ফিরে পেয়েছে

রাইন দূষণমুক্ত হতে পারলে গঙ্গা কেন নয়?

জার্মানিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি আমাদের অচেনা নয়। পার্থক্য হল নিষ্ঠা আর নিখুঁত প্রয়োগে। লিখছেন **ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ** ও **কল্যাণ রুদ্র**

অজিত নাইনান

গত ত্রিশ বছরে দূষণে জর্জরিত গঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা কম হয়নি। ৯৮৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু জাতীয় পরিবেশ আদালত থেকে কেন্দ্র ও সব রাজ্য সরকার— সবাই স্বীকার করেন গঙ্গা এখনও একই রকম দূষিত। সম্প্রতি সাতটি আইআইটি-র অধ্যাপক ও অন্যান্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গঠিত কমিটি গঙ্গার দূষণ প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কমিটি সুপারিশ করেছে যে গঙ্গাকে বাঁচাতে আমাদের কী কী কাজ করতে হবে। কিন্তু যে কাজ গত তিন দশকে পারিনি সেই কাজই জার্মানরা করেছে; একদা রাসায়নিক ও গৃহস্থলির বর্জ্যে দূষিত জার্মানির রাইন, এলবে ও স্প্রি নদী এখন অনেকটাই দূষণমুক্ত। নদীর দূষণমুক্তি হল কিনা তা বোঝা যায় বহমান জলস্রোতের জীববৈচিত্র থেকে। গঙ্গায় যেমন ইলিশ মাছ তেমনই ইউরোপের কয়েকটি নদীতে পাওয়া যায় স্যামন মাছ। ১৯৮৬ সালে জার্মানির স্যান্ডোজ কারখানায় এক দুর্ঘটনার পর প্রচুর রাসায়নিক বর্জ্য রাইন নদীর জলে মিশে যায়, এর সাথে যুক্ত হয়েছিল দু'পাড়ের শহরের বর্জ্য জল। নদী পরিণত হয় এক বন্ধ্যা জলস্রোতে। বিষিয়ে যাওয়া রাইন এখন এতটাই দূষণমুক্ত যে আবার ফিরে এসেছে স্যামন মাছ, মানুষ নদীতে নিশ্চিন্তে স্নান করছে। কিন্তু কী ভাবে সম্ভব হল এই কাজ তা দেখতেই আমাদের কয়েকজনকে জার্মানিতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমরা দলে ছিলাম চার জন। ভারত থেকে তিন জন আর বাংলাদেশ থেকে এক জন। অক্টোবরের গোড়ায় সেই ঝটিকা সফরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোবালঞ্জ, হামবুর্গ, বন, ড্রেসডেন এবং বার্লিন শহরে। আমাদের জার্মানি ভ্রমণের সেই অভিজ্ঞতার কথাই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো গঙ্গার সঙ্গে ইউরোপের কোন নদীরই তুলনা হয়। ৯টি দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে আসা রাইন-এর দৈর্ঘ মাত্র ১২৩০ কিমি আর অববাহিকার ব্যাপ্তি প্রায় দু'লক্ষ বর্গ কিমি। গঙ্গার দৈর্ঘ ২৫০০কিমি, ১১টি রাজ্য আর চারটি দেশে ছড়িয়ে থাকা অববাহিকার বিস্তৃতি ১০ লক্ষ বর্গ কিমি-র বেশি। কোবালঞ্জ-এ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ রাইন-এর অধিকর্তা আমাদের বুঝিয়ে বললেন কী ভাবে তারা এই কঠিন কাজ সম্ভব করেছেন। কী ভাবে শিল্পের ও গৃহস্থালি বর্জ্য জল পরিশোধন করা হয়েছে। প্রযুক্তি আমাদের অচেনা নয়। পার্থক্য হল নিষ্ঠা আর নিখুঁত প্রয়োগে। নদীর স্রোত রাজনৈতিক সীমানায় থেমে যায় না বলেই অববাহিকার সব ক'টি দেশ একসঙ্গে কাজ না করলে নদীকে পরিষ্কার রাখা যায় না। ভাবছিলাম এমন কবে হবে যখন ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশ একসঙ্গে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার চেষ্টা করবে, একে অন্যের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

সফরের একটি অংশ ছিল ময়লা জল পরিশোধনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে, আলুর সঙ্গে আমড়ার যেমন তুলনা চলে না তেমনই দুই দেশের নদী-সংস্কার কর্মসূচির কোনও মিল নেই। তবু মনে হল, আমরা কয়েকটি কাজ তো করতেই পারি। হামবুর্গে আমরা দেখলাম ওরা ময়লা জলকে তিন ভাগে ভাগ করে— গৃহস্থালির বর্জ্য জল, শৌচালয়ের জল এবং বৃষ্টির জল; এই জল পরিশোধনের জন্য নাগরিকরা কর দেয়। প্রথম পর্বে এই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাকে কিন্তু এখন ওরা আবার সরকারি উদ্যোগেই ভরসা রাখছে। কর আদায়ের পদ্ধতিতে কোন জটিলতা নেই; বাড়ির ছাদের আয়তন অনুযায়ী বৃষ্টির জল নিকাশের জন্য কর নেন, খুবই সোজা পদ্ধতি। বাড়ির ছাদের ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালিকের কাছে। তিনি তার ঠিক-ভুল দেখে নিয়ে জানিয়ে দেবেন, ব্যস। সেই হিসেব মতো কর আদায় হতে থাকে। আমাদের প্রস্তাবিত স্মার্ট সিটিগুলিতে অন্তত এই পদ্ধতি চালু করাই যায়। উল্লেখ্য উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত দীর্ঘ গতিপথে প্রতি দিন আমাদের গঙ্গায় মেশে প্রায় ৬০৯ কোটি লিটার নোংরা জল যার জৈববরাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা প্রায় ১০০ টন। এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। প্রাথমিক হিসেব অনুসারে শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্যই দরকার ১৩০০০ কোটি টাকা। এই অর্থের জোগান সুনিশ্চিত করতে না পারলে কোনও কাজই করা যাবে না।

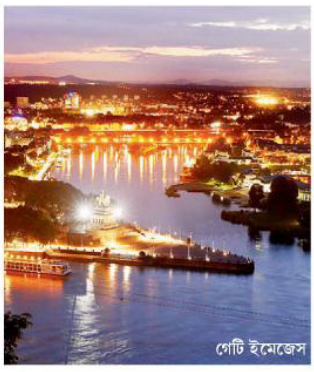
গেটি ইমেজেস

> হামবুর্গে দেখলাম ওরা ময়লা জলকে তিন ভাগে ভাগ করে— গৃহস্থালির বর্জ্যজল, শৌচালয়ের জল এবং বৃষ্টির জল; এই জল পরিশোধনের জন্য নাগরিকরা কর দেয়। পদ্ধতিতে জটিলতা নেই; ছাদের আয়তন অনুযায়ী বৃষ্টির জল নিকাশের জন্য কর। বাড়ির ছাদের ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালিকের কাছে। তিনি ঠিক-ভুল দেখে নিয়ে জানিয়ে দেবেন, ব্যস।

ও দেশের জল পরিশোধন কেন্দ্রগুলি মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। পরিচ্ছন্নতা আমাদের শপিং মলগুলিকেও হার মানায়। মৌলিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রগুলি জটিল নয় কিন্তু অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে রূপায়িত। কোনও খুঁত ধরার উপায় নেই। আমরা একটা অন্য বোধের সাথে পরিচিত হলাম। এটা নিছক প্রযুক্তি নয় বা তার রূপায়ণও নয়। এটা একটা অন্য মাত্রার 'বোধ' যা সবকিছু চালায়। আর এই বোধের অভাব বলেই এ দেশের নোংরা জল পরিশোধন কেন্দ্রগুলো ঠিকমতো কাজ করে না। কোটি কোটি টাকা খরচের পর গঙ্গার জল দূষিতই থেকে যায়।

ময়লা জল পরিশোধনের যে আনুপূর্বিক চিত্র আমরা দেখে এলাম, তার থেকে কী শিক্ষা হল, যা নিয়ে আমরা দেশে ফিরে যাব? এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে এসেছিল। একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবলে বড়ো ছবিটা ফুটে ওঠে। বড়ো ছবি কোনও একটা চমৎকার প্রযুক্তি বা অসাধারণ পরিচালন ক্ষমতা— এমন নয়। বড়ো ছবিটা সব কিছু নিয়ে। প্রথমত, ওদের ময়লা জল পরিশোধন সংক্রান্ত স্পষ্ট-নীতি আছে। সেই নীতি রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলা খুব স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে। এই কাজের যথোপযুক্ত প্রযুক্তি এবং অসামান্য যত্নে একটি প্রয়োগ ব্যবস্থা চালু আছে। বিশেষ লক্ষণীয় হল এই কর্মকাণ্ডে দায়িত্বশীল নাগরিকদের অংশগ্রহণ। এর প্রত্যেকটি একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। কোনওটাই একা একা আলাদা ভাবে সার্থক নয়। আসলে নেপথ্যে যে ধারাটি বয়ে চলে তা এক সংকল্পের স্রোত— এই সংকল্পে বদ্ধপরিকর বলেই প্রত্যেকটি আঙ্গিকে ওঁরা সফল, আবার সেই সফলতা জড়ো করে পুরো পরিশোধনের কর্মকাণ্ডটি একটি স্বাভাবিক ঘটনার মতো ঘটে চলেছে। স্বচ্ছতার স্লোগান নেই, ঝাড়ু নিয়ে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা নেই। এই যে সংকল্পবদ্ধ একটি প্রক্রিয়া আমরা দেখে এলাম, এখানে তা কেমন ভাবে কাজে লাগাব— এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। অথচ উত্তর খুঁজে না পেলে ময়লা জল পরিশোধন, 'স্বচ্ছ ভারত', 'নমামি গঙ্গে'-এর কোনওটাই করে ওঠা সহজ হবে না, শুধু স্লোগানই থেকে যাবে। এক জন আধিকারিককে প্রশ্ন করেছিলাম এত কিছু করতে গিয়ে আপনারা যখন কোনও শিল্পকেন্দ্র, পুরসভা বা নাগরিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন তখন রাজনৈতিক চাপ আসে না? হেসে উত্তর দিয়েছিলেন 'আসে তবে আমরা সামলে নিই, চাপের কাছে পিছিয়ে গেলে তো কাজটাই করা যাবে না'।

সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপচারিতা হয়েছিল ও দেশের পরিবেশ মন্ত্রকের সাথে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বললেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নদী সংরক্ষণে ও উন্নয়নে জার্মান সরকারের ভূমিকার কথা। জানতে চেয়েছিলাম আপনারা এ ধরনের সাহায্যের হাত বাড়ান কেন? সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন— আমরা এ কাজ করি শান্তির জন্য। ঠিকই তো, এমনই তো হওয়ার কথা। আমরা রাইন নিয়ে ওদের সার্থক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করি, জানতে চাই আর একটি ঐতিহাসিক নদী— ডানিয়ুব নিয়ে ওদের ভাবনার কথা। নদীটি অনেক দেশের মধ্য দিয়ে বা গা ছুঁয়ে গেছে। অপরিষ্কারও বটে। ডানিয়ুব নদীর গুরুত্ব সবাই মেনে নেন।

ওরা অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। যে কোনও আলোচনা নির্ধারিত সময়ে শুরু করেন, শেষও করেন সময়মতো। একটিও অবান্তর কথা বলেন না। এমনকী নিজেদের অজ্ঞতাও স্বীকার করেন অকপটে। পথেঘাটে কেউ ট্রাফিক সিগনাল অমান্য করেন না। একই সাথে প্রতিটি শহরে চোখে পড়ে বাহুল্যবর্জিত সৌন্দর্যায়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি দেশ কীভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। সব ক'টি ধ্বংস হয়ে যাওয়া সৌধ আবার নির্মিত হয়েছে অসাধারণ দক্ষতায়। প্রত্যেকটি বাড়ি সুন্দর অথচ কোথাও বাড়াবাড়ি নেই আকারে প্রকারে। মাঝে মাঝে দেওয়াল লিখন চোখে পড়েছে কিন্তু কোনও জননেতার ছবি চোখে পড়েনি। একটি দেওয়াল চোখে পড়ল যেখানে লেখা ছিল 'শরণার্থীরা জার্মানিতে স্বাগত'। সুন্দর বাস স্ট্যান্ড আছে কিন্তু কোথাও লেখা নেই সেটা কার অনুদানে বানানো। দুটো দেশের ধারণা আলাদা হতেই পারে তবু যেন কোথায় একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। অজান্তেই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, ভাবি আমরা কেন পারি না।

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ আইইউসিএন-এর বিশেষ উপদেষ্টা, কল্যাণ রুদ্র পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সভাপতি